সমকাল

তারিখ 16 OCT 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

'মেডিকেলে প্রশ্ন ফাঁস'

অনশন ভাঙলেন ভর্তিচ্ছুরা

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে 'গণতদন্ত কমিশন' গঠনের আশ্বাস পেয়ে আমরণ অনশন ভেঙেছেন আন্দোলনরত মেডিকেল ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। বিশিষ্ট গবেষক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ও সাংবাদিক আবু সাঈদ খান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে তাদের জুস খাইয়ে অনশন ভাঙান। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে অনশন ভাঙেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক তানজিরা বিশ্বাস সমকালকে বলেন, সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের মতো বিশিষ্ট নাগরিকরা এখানে এসেছিলেন। আগামী ১৯ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রশ্ন ফাঁস বিষয়ে একটি 'গণতদন্ত কমিশন' গঠন করা হবে বলে তারা জানিয়েছেন। সেখানে প্রশ্ন ফাঁস-সংক্রান্ত সব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য বলা হয়েছে। তাদের আশ্বাসে অনশন ভাঙতে বাধ্য হয়েছি। তারা বিশিষ্টজন; তাদের অনুরোধ ফেলতে পারিনি।

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে আবারও পরীক্ষার দাবিতে গত বুধবার বেলা ১১টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ছাড়াও অনশনে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। অনশন করে গতকাল সাতজন আন্দোলনকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

■ পৃ. ১৫ : ক. ৩ ● ছবি পৃষ্ঠা-১৯

অনশন ভাঙলেন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তারা হলেন- তানভীর আহমেদ, আশিক, মুসা বিন রুম্মন, রিমা আক্তার, আরাফাত ও আলমগীর। পরে তাদের শরীরে স্যালাইন দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে আকাশ নামের এক ভর্তিচ্ছুকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অনশনে গতকালও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আন্দোলনকারীরা যোগ দেন। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে অর্ধশতাধিক আন্দোলনকারী অনশন পালন করেন। এ সময় অনশনে অংশগ্রহণকারীদের হাতে মেডিকেলে পুনঃভর্তি পরীক্ষা এবং প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবিসংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণার পরদিন থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে ওই পরীক্ষা বাতিল ও নতুন করে পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন ভর্তিচ্ছু, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। এ দাবিতে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছেন। একাধিকবার তাদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে দু'দিন শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিদিন অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন তারা। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। পরীক্ষা বাতিল চেয়ে তারা রিট আবেদন করেছিলেন; কিন্তু আদালত তা খারিজ করে দেন।